

এসএমই খাতের উন্নয়ন যে কারণে জরুরি

বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজমির আকার ছোট হচ্ছে। সেসঙ্গে ব্যাপক হারে আবাসস্থল গড়ে ওঠার কারণে এই পরিমাণ আরো কমে গেছে। এতে করে কৃষি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগও কমে গেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কৃষির পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক (Agro based) শিল্পকারখানা বিশেষ করে এসএমই খাতের ওপর জোর দিতে হবে। কারণ এই খাত শ্রমঘন এবং স্বল্প পুঁজিনির্ভর হওয়ায় কম সময়ে উৎপাদন বেশি করা সম্ভব।

সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানিসহ বিভিন্ন পণ্যের ও ডলারের দাম বৃদ্ধিতে শিল্পের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সঙ্গে শুরু হয়েছে গ্যাস-সংকট। তীব্র গ্যাস-সংকটের কারণে শিল্প উৎপাদন ব্যাহত হওয়ায় বিনিয়োগ ব্যাহত হচ্ছে, ফলে এর প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থানের ওপর। একদিকে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক মন্দা ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। সরকার চাকরিজীবীদের জন্য বেতন বৃদ্ধি করেছে। বেতন বৃদ্ধির প্রভাব বাজারের ওপর পড়েছে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে সার্বিকভাবে চাকরিজীবীদের তেমন কোনো উপকার হচ্ছে বলে মনে হয় না। উল্টো দিকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। আয় কমাতে স্বাভাবিকভাবে মানুষের ভোগও কমে গেছে। অর্থনীতির কঠিন টানাপড়েনে মানুষ দিশেহারা।

শিল্পের জন্য যে কাঁচামালের প্রয়োজন, তা মূলত বিদেশ থেকে আনতে হয়। সেজন্য প্রয়োজন ডলারের। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোক্তাদের চাহিদামতো ডলার জোগান দিতে পারছে না। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনীতিতে সার্বিকভাবে যে মন্দাভাব দেখা দিয়েছে—তা কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও ডলার-সংকট মোকাবিলা করা। মূল্যস্ফীতির হার সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার পাশাপাশি টাকার অবমূল্যায়ন রোধ করা, রিজার্ভের হার বৃদ্ধি করা, দুর্নীতিরোধ—বিশেষ করে গণহারে চাঁদাবাজির রাশ টেনে ধরতে হবে। এসব শক্ত হাতে দমন করে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য যথাযথ এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নেই।

বিগত বছরে প্রকাশিত বিবিএসের শ্রমশক্তি জরিপের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ ৬০ হাজার। এই বেকারের মধ্যে নারীর চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশি বলে জানা যায়। এই সময়ে কৃষি, শিল্প ও সেবাসহ সব খাতেই কমেছে কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী। ২০২৩ সালে ছিল ২৪ লাখ ৯০ হাজার। সম্প্রতি বিআইডিএসের এক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৫ সালের ২৮ জুন থেকে ২০২৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের অনলাইন চাকরির প্ল্যাটফর্ম বিডিজবস ডটকমের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, বিগত সাড়ে ১০ বছরে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১ হাজার ১৫৪টি চাকরির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে। এসব বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ৩ হাজার ৬৪৬টি শূন্যপদের বিপরীতে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৬ লাখ ৯৬ হাজার ৯৫৫টি আবেদন জমা পড়েছে। অর্থাৎ প্রতি শূন্য পদের বিপরীতে ২০১.৩টি আবেদন পড়েছে। কোনো কোনো সময়ে এই সংখ্যা ৪১৬টিতে পৌঁছেছে বলেও জানা যায়। এই তথ্য থেকে ধারণা করা যায় দেশে চাকরির বাজারের বর্তমান অবস্থা।

বেকারত্ব যেভাবে বাড়ছে, তাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হওয়াতে সমাজে অস্থিরতা বেড়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে। দেশের অর্থনীতিসহ সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সব খাতের উন্নয়নে সরকারকে সঠিক পরিকল্পনামাফিক দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। এসএমই খাতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনীতিকে সচল করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

বিশ্ব এসএমই দিবসে পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায়, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এসএমই খাতের। বিগত এক দশকে নারী উদ্যোক্তার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ নারীরা তাদের গৃহস্থালি কাজের ফাঁকে ফাঁকে সংসারের আয় বৃদ্ধির জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকাজে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু এই খাতের উন্নয়নে সব থেকে বড় বাধা সময়মতো এবং সহজ শর্তে ঋণ না পাওয়া।

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক সময়ের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেশের প্রায় ৯১ শতাংশ সিএমএসএমই উদ্যোক্তা এখনো প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার বাইরে রয়েছেন। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী বর্তমানে ১ কোটি ১৭ লাখ ২ হাজার ৭৯২টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। দেশের মোট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রায় ৯৯ শতাংশই সিএমএসএমই। কাজেই এই খাতে যদি বিনিয়োগ যথাযথভাবে করা যায় এবং সহজ শর্তে সময়মতো ঋণের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এসএমই খাত এক অনন্য ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে জিডিপিতে এসএমই খাতের অবদান ৩৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আরো জানা যায় বাংলাদেশ ব্যাংক সিএমএসএমই খাতে চলতি মূলধনের ঘাটতি পূরণে ৫ হাজার কোটি টাকার একটি নতুন পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করেছে। এই অর্থ যদি যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে কোনো রকম বাধাবিঘ্ন ছাড়াই উদ্যোক্তারা পেতেন, তাহলে এই খাতের চেহারা ই পালটে যাবে।

এর পাশাপাশি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন ক্ষুদ্র মাঝারি ও কুটিরশিল্প উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সারা দেশে শিল্পনগরী সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এপিআই শিল্পনগরী, চামড়াশিল্প নগরী, নারায়ণগঞ্জের ডেমরা ও তারাবোতে জামদানি শিল্পনগরীসহ সারা দেশে স্থাপিত বিভিন্ন শিল্পনগরীর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে।

বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্নরকম সমস্যার মধ্যেও অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও মাঝারি শিল্প খাত। আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ বাজারে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন কারণে শিল্পের উৎপাদন খরচ লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধিই শুধু হয়নি, অনিয়মিত সরবরাহের কারণে শিল্পের উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। শিল্পের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও জ্বালানির তীব্র সংকটের ফলে অনেক উদ্যোক্তা ইতিমধ্যে কিছু শিল্পকারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাই দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এসএমই খাতের সমস্যাসমূহ দূর করতে সরকারকে আন্তরিকতার সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে।

লেখক : অর্থনীতি বিষয়ক বিশ্লেষক, মহাব্যবস্থাপক (অব.), বিসিক (BSCIC)